SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department of Philosophy

Subject- Western Ethics

পাঠ পর্যালোচনা - শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদ

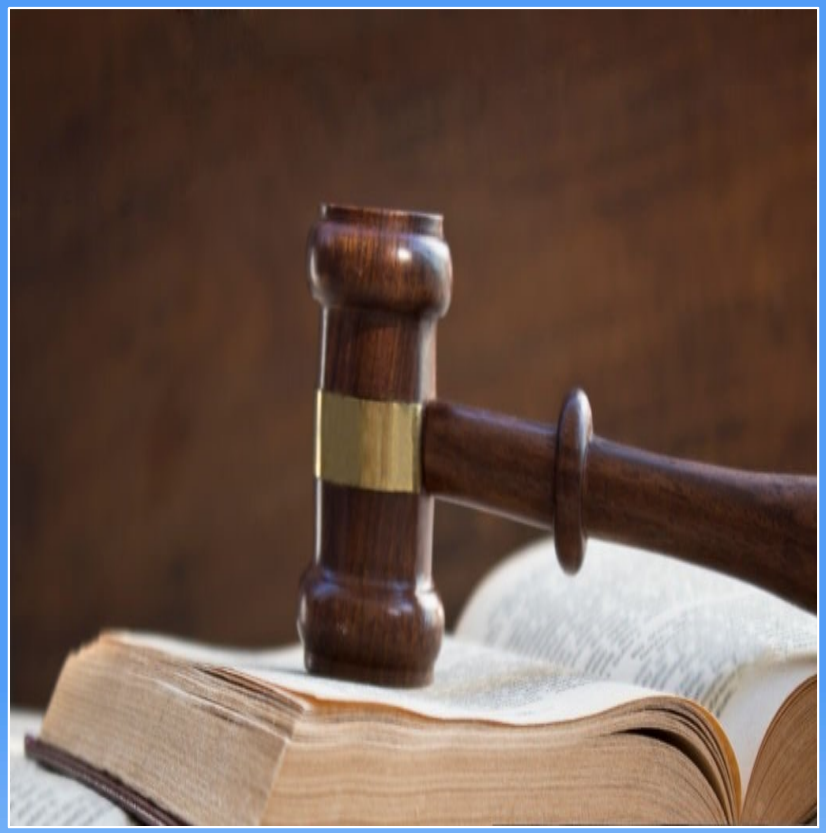

Powerpoint Presentation

By

MOUSUMI MANDAL

(State Aided College Teacher)

শাস্তি

শাস্তিকে নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সমাজে সুষ্ঠুভাবে বসবাস করার জন্য মানুষকে কিছু নিয়মকানুন ও বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। কেউ যদি এই নিষেধ ও নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে, তবে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে তখন রাষ্ট্র সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হিসেবে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকে শাস্তি বলা হয়। শাস্তি হলো মানুষের আচরণের সংশোধনের সর্বশেষ উপায়।

শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য

শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সু-নাগরিকের গুণাবলি থেকে বিচ্যুত হওয়ার থেকে বিরত রাখা। অন্যায়কারীকে যদি শাস্তি না দেওয়া হয় তবে সমাজে অপরাধ প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। নৈতিক নিয়মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব সমাজে বসবাসের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্র শাস্তি ব্যবস্থা চালু রাখে। সুতরাং শাস্তি হলো, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপরাধকে প্রচলিত আইন ভঙ্গের জন্য দণ্ড প্রদান।

শাস্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ

অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীকে কিরূপ শাস্তি প্রদান করা হবে, সে সম্পর্কে তিনটি মতবাদ রয়েছে।

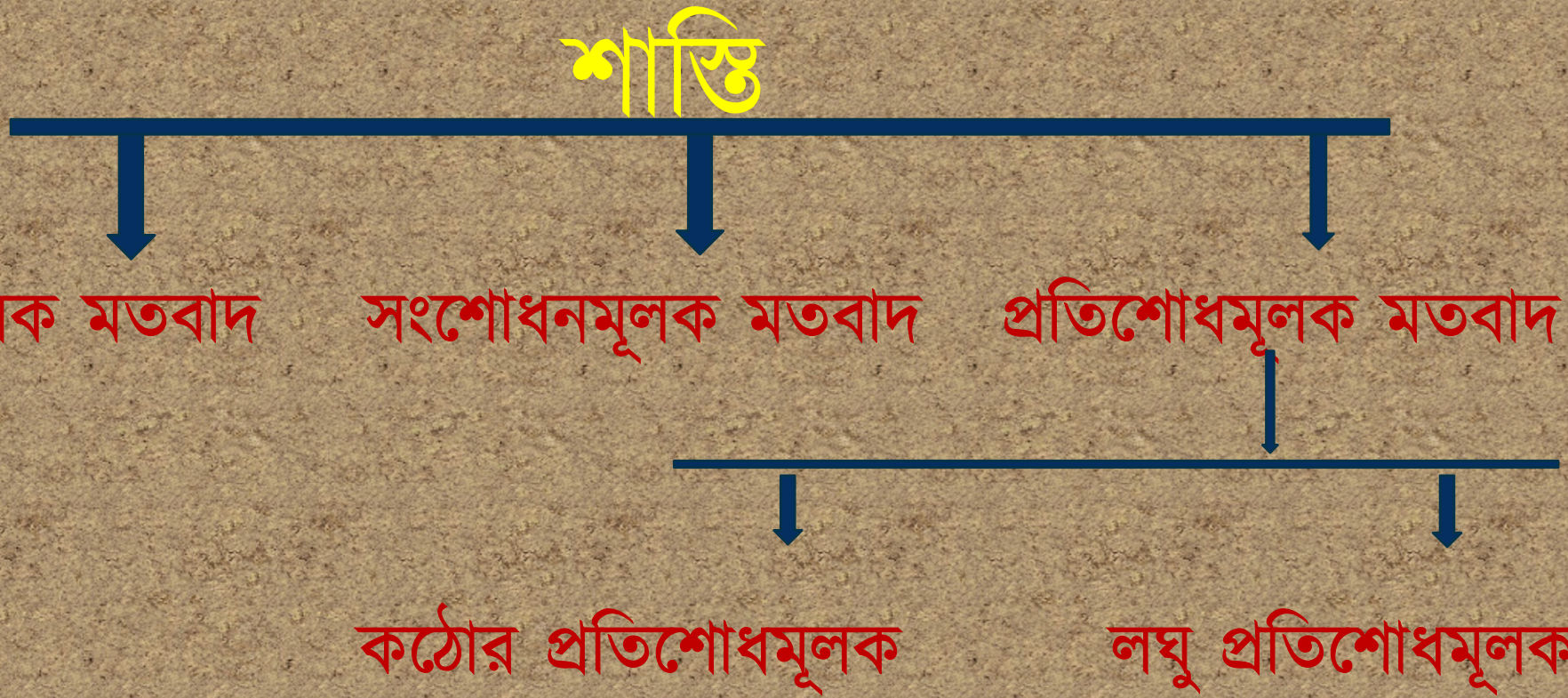

১. প্রতিরোধমূলক মতবাদ-

এ মতবাদ অনুযায়ী, শাস্তি প্রদান করা হয়, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। অপরাধীকে অন্যায় করে শাস্তি পেতে দেখলে অন্যরা এরূপ অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকবে। শাস্তি হিসাবে এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

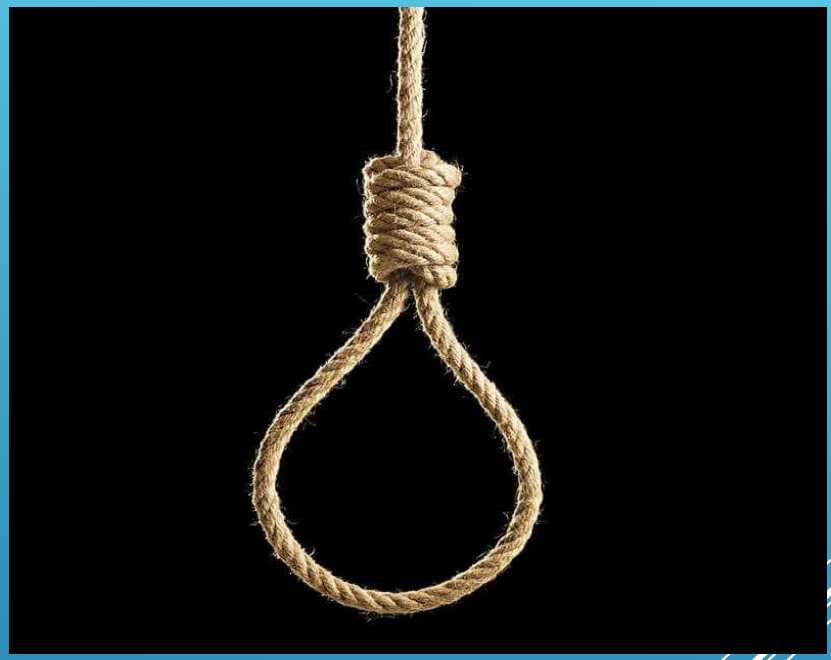

২. সংশোধনমূলক মতবাদ-
এটি একটি উদারপন্থী মতবাদ। এ মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়া। যাতে দেয়া শাস্তি ভোগ করে পরবর্তীকালে অনুরূপ কাজ অপরাধ থেকে বিরত থাকে। এ মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি এমন হওয়া উচিত যাতে তা অপরাধীর চরিত্রের সংশোধক হিসাবে কাজ করে।

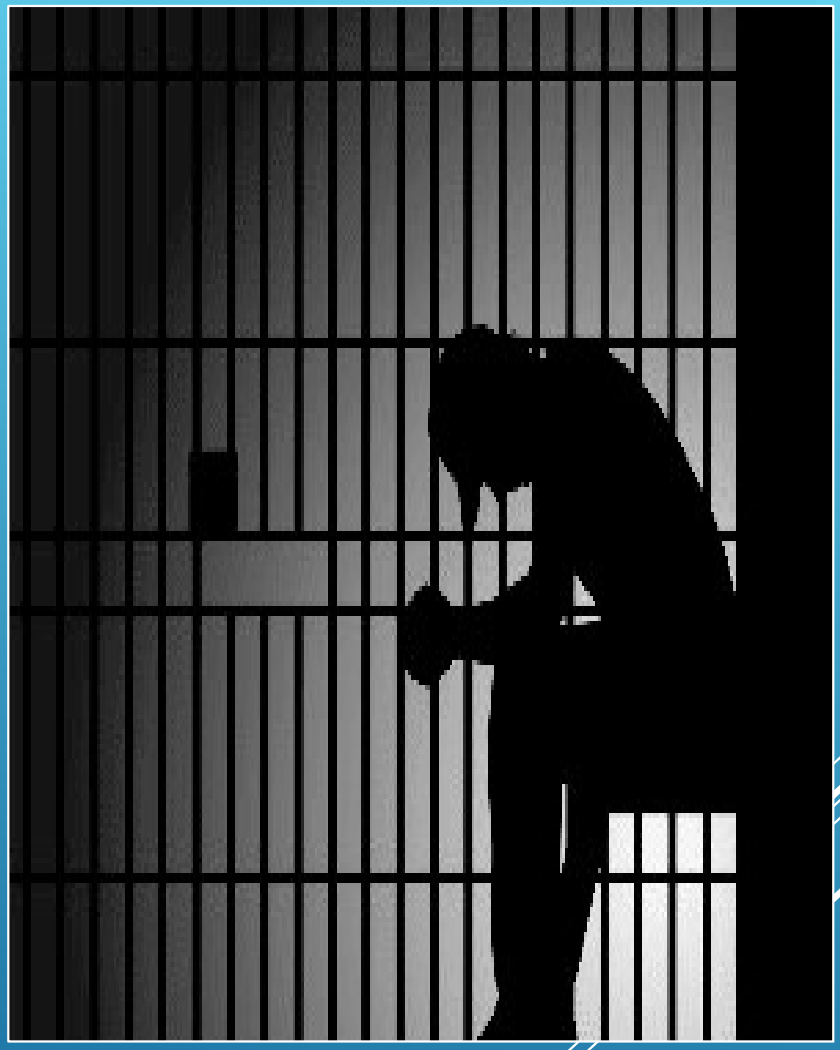

৩. প্রতিশোধমূলক মতবাদ- এ মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে তার পাপের পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এ মতবাদ অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের কথা বলে। লিলির মতে, প্রতিশোধমূলক মতবাদের উদ্দেশ্য হলো, যার উপর অপরাধ করা হয়েছে তার যে দুর্ভোগ, অপরাধীকেও সে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে।

প্রতিশোধমূলক মতবাদ দুই প্রকার

(ক) কঠোর প্রতিশোধমূলক মতবাদ-
এক্ষেত্রে অপরাধের স্থান, কাল, পাত্র, অপরাধীর মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয় না। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি শাস্তির বিধান করা হয়।

(খ) লঘু প্রতিশোধমূলক মতবাদ -
এ পর্যায়ে, অপরাধীর শারীরিক, মানসিক এক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় এনে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান অত্যাবশ্যক। কারণ, শাস্তির ভয়ে মানুষ নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হয়।

তথ্য ঋণ স্বীকার

https://www.helpnbuexam.in/2023/03/attyo-hottya-kake-bole-philosophy.html

https://www.britannica.com/topic/punishment

THANK YOU